আওয়ামি লীগ অষ্ট্রেলিয়া শাখা

Awami League Australia

১০ই জানুয়ারি আওয়ামি লীগ অষ্ট্রেলিয়া শাখার *উদ্দ্যেগে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালন ।

আওয়ামিলীগ অষ্ট্রেলিয়া শাখা গত ১০ই জানুয়ারি রবিবার সিডনীস্থ কেএম্সি মাইগ্রেশন রির্সোস সেন্টারের মিলনায়তনে আয়োজন করেছিল '' বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক বিচক্ষনতায় আজকের বাংলাদেশ '' শীর্ষক আলোচনা সভা , বিকাল ৬টায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক বিচক্ষনতা ও বর্ণাঢ্য জীবন নিয়ে আলোচনায় বক্তাগণ মহান নেতার *অপ্রতিরোদ্ধ সফলতা ও জয় জয়াকারে প্রতিষ্ঠিত আজকের বাংলাদেশের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন ।

প্রধান অতিথি হিসাব সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটির শীর্ষনেত্রী, শিশু-কিশোর সংগঠক, লেখিকা অধ্যাপিকা রাশেদা খালেক । তিনি ১০ই জানুয়ারির গুরুত্ব এবং ঘটনা তুলে দেশে ফেরার পথে বৃটিশ ''কমেট '' বিমানে করে দেশে ফেরা ও ভারতের পালাম বিমান বন্দরে বঙ্গবন্ধুর কাব্যিক শব্দ সংযোজনে তার দেশে ফেরার আবেগ জড়িত আনন্দ-উল্লাসের কথা তুলে ধরেন । প্রধান অতিথি তার দেখা ৭১'র স্মৃতি থেকে জয় বাংলা ধ্বনি'র আবেগ আর উল্লাসের ,মুহিত বানীর বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য দিয়ে জয়বাংলা শব্দকে জাতি সত্তার উম্যেষ হিসাবে চিহ্নিত করেন। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক বিচক্ষনতায় ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সহ বিশ্বনেত্রীতের কাছে বঙ্গবন্ধু ,মহীরোহের মত নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বলে তিনি মনে করেন । ইতিহাস বিকৃতিকারি গোষ্ঠির ষড়রন্ত্রকে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাড়ানোর আহবান জানান ।

ডাঃ নুরুর রহমান খোকন বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবন ও স্বদেশ প্রত্যার্বতন দিবসের কথা তুলে ধরেন । সিডনীতে আওয়ামি লীগের বিভক্তি ও অনৈক্যে এক শ্রেনীর সুবিধাবাদি ও সার্থ বাদি মহলের কালহাত কাজ করছে বলে তিনি মনে করেন । জনাব রহমান সকলকে বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ রাজনীতির গুরুত্বারোপ করেন । বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ইতিহাসের একটি উজ্জল অধ্যায় বলে উল্লেখ করেন । সেই সাথে সম্প্রতি ঢাকা সফর কালে , আওয়ামি লীগের উপদেষ্টা ,রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপচার্য্য ডঃ আব্দুল খালেক, স্পীকার আঃ হামিদ, আওয়ামি লীগের সাধারন সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম , যুগ্ন-সম্পাদক মাহাবুবুল হক হানিফের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত ও রাজনৈতিক বিষয়াদির কথা তুলে ধরেন ।

সদস্য সচিব শাহ আলম ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যার্বিতনের বিস্তারিত আলোচনাকালে সিডনীর মুখোশধারি কথিত আওয়ামিলীগ নেতার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন আওয়ামিলীগর াজনীতি কে করছেন আর কে করছেননা তা সনাক্ত করার সনদ বা এজেন্সি কেউ তাকে দেননি । এক পর্য্যায়ে জনাব শাহ আলম তার পরিবারের সদস্যদের মুক্তিযুদ্ধে যাওয়া এবং থানা পর্য্যায়ে আওয়ামি লীগের নেতৃত্ব দেওয়া মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনী দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার তথ্য তুলে ধরেন, সেই সাথে ,নীজে ছাত্রলীগের ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ও জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সহ সভাপতি পদে নেতৃত্বের কথা বলেন ।

চট্টগ্রামের সাবেক ছাত্রলীগ নেতা মারুফ চৌধুরী জামাত-বি এন পির শাসনামলে ইতিহাস বিকৃত করে এই প্রজন্মকে বিপথে নেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন । উপস্থাপনার মাঝে মধ্যে মোসলেউর রহমান খোশবু সিডনী আওয়ামি লীগের নেতৃত্বের বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ আওয়ামি লীগ ও সকলের গ্রহনযোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন । পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পাঁ রাখার মধ্যদিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় সুনিশ্চিত হয়েছিল । সেই থেকে ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ইতিহাসের পাতায় চীর স্মরনীয় হয়ে উঠে ।

অনুষ্ঠানের সভাপতি হারুন রশীদ আজাদ ১৯৬৬ সালের ৬ দফাকে স্বাধীনতার মুল সনদ বলে দাবি করে বিস্তারিত তথ্যাদি তুলে ধরেন । ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ৭১'র মুক্তিযুদ্ধের সময়ে

নিজে বিশ্ব ঘুরে জনমত সৃষ্টি করেন এবং পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী থাকা দেশপিতাকে যেন হত্যা করতে না পারে তার জন্য রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। পাশাপাশি মুক্তি যুদ্ধের সাফল্যের কথা বিবেচনায় নিয়ে সব ধরনের সাহায্যের হাত বাড়িয়েদেন আর সেই ধারাবাহিকতায়ই আজকের বাংলাদেশ বলে দাবি করেন। তৎকালীন পাকিস্তানের ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর ১৩ বছর বন্দী জীবনের কথা তুলে ধরে বলেন, গণ আন্দোলনের পটভুমি তৈরীহয় ৬ দফা আন্দোলন থেকেই। ১৯৭২'র ১০ই জানুয়ারিতে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন আল নোমান শামীম। সংবাদ বিজ্ঞপ্তী।